ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো!

অনন্ত

আঁধারে ভরা রাতি, আলেয়া জ্বালায় বাতি।
বল না, বল না, কে যাবি আনতে ভোর॥
-নচিকেতা

আজ পহেলা মার্চ ২০০৫, আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস। পৃথিবীর সকল যুক্তিবাদী, নাস্তিকতাবাদী, মানবতাবাদী সহ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মহীন মানুষের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে পূজা, রোজা, বড়দিনের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির আগ্রাসনের বাহিরে একটি দিন অন্তত যুক্তিবাদীদের কাছে মুক্তচিন্তা করার দিন। স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখার দিন। আজকের এই বিশ্বের প্রেক্ষাপটের মধ্যে আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস পালন করা নানা কারণেই গুরুত্বপুর্ন এবং প্রয়োজনীয়।

বর্তমান বিশ্বের দিকে একটু দেখুন। অন্যায়, অত্যাচার, আক্রমন, আগ্রাসন, দূর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দ্বিচারিতা, রননীতি আর রক্তের হোলিখেলায় ভাসছে এই ধরনী। যে যারে পারছে মারছে, আর লুট করছে। ভোগবাদ, ভাববাদ, মৌলবাদের সমস্বত্ব মিশ্রনে এক জগাখিচুরি অবস্থা আজকের এই দুনিয়া। লাদেন-বুশের পাঞ্জা লড়াইয়ে সারা পৃথিবীর অবস্থা বিস্ফোরন্মুখ। কোথাও ক্লাষ্টার, মিজাইল, টর্পেডো ফাটছে আবার কোথাও বুকে বোমা বেঁধে ঢুকে পড়ছে অ্যাপার্টমেন্ট বা স্কুল গুলোতে। কোথাও তলোয়ার, ত্রিশুল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে একে অন্যের উপর। বাংলাদেশের অবস্থাতো তথবৈচ। প্রতিনিয়ত ফাটছে গ্রেনেড,

বোমা, ব্যবহৃত হচ্ছে চাপাতি, কল্লা নামিয়ে দেবার জন্য। 'নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, শান্তি' নামক শব্দগুলি যেন নিজেরাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেছে, বাংলা থেকে কখন লোপাট হয়ে যাবে?

এরই মধ্যে বছর ঘুরে এলো পহেলা মার্চ। ঘোর অমানিশার মধ্যে আলো জ্বালানোর দিন আজকে, আলো দিয়ে আলোকিত করার দিন আজকে। এই বৈশ্বিক প্রক্ষাপটে তাই যুক্তিবাদীদের দায়িত্ব অনেক। অন্ধকার জগতের অন্ধদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে। নয়তোবা সবকিছু নষ্টদের অধিকারে ছেড়ে দিতে হবে।

ছবিঃ আমরা অনেক আহত হয়েছি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, সহযাত্রীদের রক্তাক্ত দেহ দেখে অসহায়ত্ব বোধ করেছি।...

পহেলা মার্চ ২০০৫, আমাদের আত্মমূল্যায়নের দিন। ভবিষ্যতপরিকল্পনার দিন। অসাম্যের সুন্দর, শ্বাশত শোষনহীন সমাজ গঠনের জন্য লড়াকু সৈনিকদের নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন। শপথ নিতে হবে ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্রহানার জন্য। প্রতিনিয়ত, প্রতিক্ষনে আমাদের আঘাত করতে হবে ধর্মকারার প্রাচীরে, বের করে আনতে হবে নিরাপরাধ, শিক্ষার (যুক্তি-বিজ্ঞান) আলো থেকে বঞ্চিত মানব-মানবীদের। তাদেরকে আলো দিয়ে আলোকিত করতে হবে। আমাদের লড়াই ততোদিন চলবে, যতোদিন এই ধরনীতে ধর্মকারার প্রাচীরের একটুরো ইট থাকবে। আমরা আমাদের যুক্তির অমোঘ অস্ত্র দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবো, আমাদের বিশ্রাম নেই, নেই কোন দূর্বলতা। আমরা কখনো পিছু হটব না। আমরা অনেক আহত হয়েছি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, সহযাত্রীদের রক্তাক্ত দেহ দেখে অসহায়ত্ব বোধ করেছি। আর না, অনেক হয়েছে। এবার পালটা আঘাত করার দিন। যুক্তির অনলে পুরনো সব অপবিশ্বাস, জরা, সংস্কার-কুসংস্কার, দ্বিচারিতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে, উপড়ে ফেলতে হবে সকল ভন্ডামীর সর্বনাশা মুখোশ। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে যুক্তির পথ ধরে। আর এজন্য যুক্তিবাদের আজীবন সংগ্রামী পুরুষ প্রবীর ঘোষের ভাষায় বলতে চাই- ''আমাদের হারানোর কিছু নেই, কিন্তু জয় করার আছে সমস্ত পৃথিবী''। আমাদের লক্ষ্য একটাই, হয় মানবতার মুক্তি নয় মৃত্যু। এর মধ্যে বিকল্প কিছু নেই।

সবাইকে আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদীদিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। সকলেরই সুস্থ্যতা কামনা করছি। ধন্যবাদ।

অনন্ত
০১-০৩-০৫